UAP-PRD
November 09, 2017

এসিএম-আইসিপিসি ১০ নভেম্বর শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

০৮ নভেম্বর ২০১৭, ১৬:১৪

আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের এশিয়া আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১০ নভেম্বর। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আজ বুধবার গণমাধ্যমকর্মীদের জানান অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। ছবি: প্রথম আলো

বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের আসরের (এসিএম-আইসিপিসি) এশিয়া আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১০ নভেম্বর। ঢাকার গ্রিনরোডে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আসর বসবে। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী গণমাধ্যমকর্মীদের এই প্রতিযোগিতার কথা জানিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের আয়োজনে এই আঞ্চলিক আসর বসবে।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, প্রতিবছর বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের প্রতিযোগিতার আসর বসে। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী এই আসরে অংশ নেওয়া শুরু করে। গত বছর বাংলাদেশেই প্রথম আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য-সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহী করে তোলা।

এসিএম-আইসিপিসি হচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি-ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট। অর্থাৎ, দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দলভিত্তিক এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় একটি দলে তিনজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার অংশ নেবেন। এবারের আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১৫০টি দল থাকছে। এর মধ্যে নেপালের বুটওয়াল ক্যাম্পাস এবং ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুইটি দল অংশ নেবেন। এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটা থেকে রাত আট পর্যন্ত অনলাইনে বসে প্রাক-নির্বাচনী প্রতিযোগিতা। সেখানে সারা দেশের ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪৫৬টি দল অংশ নেয়। এর মধ্যে মেয়েদের দল ছিল ১৪৯ টি। প্রাক-নির্বাচনী পর্বে ১৫০টি দল নিয়ে ১০ নভেম্বর বসবে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা ২০১৮ সালে বেইজিংয়ের পিকিংয়ে মূল বড় আসরে অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ইউএপির ট্রেজারার এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, রেজিস্ট্রার সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক অলোক কুমার সাহা।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/1361176/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81

প্রথম আলো

সংবাদ সম্মেলনে
জামিলুর রেজা চৌধুরী

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে বাড়ছে মেয়েদের অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের মেয়েদের কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে অংশগ্রহণ বেড়েছে। বিশ্বের বড় আসরে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় দেশের ছেলেমেয়েরা ভালোও করছে। তবে সংখ্যাটা আরও বাড়ানো দরকার।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) গতকাল বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এসব কথা বলেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে সবচেয়ে বড় আসরের (এসিএম-আইসিপিসি) এশিয়া আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের এ আসরের নাম অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি-ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট বা এসিএম-আইসিপিসি। ১০ নভেম্বর এশিয়া আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ঢাকার গ্রিন রোডের ইউএপির কম্পিউটারবিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের আয়োজনে ইউএপির ক্যাম্পাসেই দুই দিনব্যাপী এই আসর বসবে।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'এ বছর আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার আগে প্রাক্-নির্বাচনী পর্বে ১৪৯টি নারীদের দল অংশ নিয়েছে। গত বছর এই সংখ্যাটি ছিল ১২৯টি। বাংলাদেশে মেয়েদের প্রোগ্রামিংয়ে এই ক্রমাগত আগ্রহ বিশ্বের দরবারে আমাদের অবস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে।'

http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-09/16

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

শুরু হচ্ছে এসিএম-আইসিপিসি প্রতিযোগিতা-২০১৭

নিজস্ব প্রতিবেদক

শুক্রবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ২০১৭ এসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টারনেশনাল কলেজিয়েট প্রোগামিং কনটেস্ট(এসিএম-আইসিপিসি) এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা। বুধবার সকালে প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্বাবধায়নে থাকা এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের(ইউএপি) উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ দ্বিতীয় বারের মত আয়োজন করতে যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দুই দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা, যা শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শেষ হবে। রাজধানীর ফার্মগেটের এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতাটি।

ইউএপির উপাচার্য বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বড় একটি ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রটিতে দক্ষ পেশাদার আইসিটি কর্মির অভাব এখনও। তাই তরুণ সমাজকে আইসিটি ও প্রোগ্রামিং-এ আরও আগ্রহী ও পেশাদারী দক্ষতা তৈরী করতেই এই প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে অনেক আইসিটি বিশেষজ্ঞ রয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই রয়েছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবা দেশের বাইরে অধ্যায়নরত বা কর্মরত। তবে আমরা আশা করি, যদি দেশের আইসিটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়, তাহলে তারা দেশে ফিরবে। দরকার শুধু অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা, তাহলেই তারা দেশে ফিরে এসে তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেবে।

উল্লেখ্য, এসিএম-আইসিপিসি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগামিং প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটি দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা এবং মূল প্রতিযোগিতা। মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট প্রাঙ্গনে সমাবেত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর আগে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর এবছরের মূল প্রতিযোগীতার জন্যে প্রাক-নির্বাচনী অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক-নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ৮৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিবন্ধনকৃত ১৪৫৬ টি দল অংশগ্রহন করেছে। এদের মধ্য থেকে আগামী ১১ই নভেম্বর মুল প্রতিযোগিতার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে ১৫০ টি দল। যার মধ্যে নেপাল এর বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনিস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি দল অংশগ্রহন করবে।
এ বছরে প্রতিযোগীতার উল্লেখযোগ্য দিক হল ১৪৯ মেয়েদলের অংশগ্রহন। বাংলাদেশের মেয়েদেও প্রোগামিং-এ এই ক্রমাগত আগ্রহ বৃদ্ধি বিশ্বের দরবারে আমাদের অবস্থান তৈরীতে সহায়তা করবে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞ ও আয়োজকদের।
প্রতিযোগীতার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. বিলকিস জামাল ফেরদৌসী বলেন, প্রোগ্রামিং-টাকে তরুন সমাজে জনপ্রীয় কওে তুলতে আমরা এবছর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিযোগীদের সুযোগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই খাতে মেয়েদে সম্পৃক্ততা বাড়াতে এবছর মেয়ে প্রতিযোগীদেরকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। অন্যদিকে পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিসিসির পরিচালক ইঞ্জি. মোহাম্মদ এনামুল কবির এবং ইউএপির বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী।
আগামী ১৫ থেকে ২০ এপ্রিল চীনের বেইজিং-এর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এসিএম-আইসিপি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০১৮। এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা রিজিওনাল-এর প্রথম ২/৩ টি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করছে আয়োজক কমিটি।

http://dainikamadershomoy.com/education/109912/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD

THE ASIAN AGE
your access to information

UAP to host regional final of ICPC from Friday

News Desk

The Department of Computer Science and Engineering (CSE) of University of Asia Pacific (UAP) is arranging the regional final of ICPC for the second time titled '2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest' from Friday at its campus.

ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) is an annual multi-tiered competitive programming competition among the universities of the world. UAP VC Prof Dr Jamilur Reza Choudhury said the inauguration ceremony would take place on Friday and the closing ceremony and prize distribution will be held on Saturday. There are two rounds of the contest, namely the Online Preliminary Contest and Onsite Contest.

http://dailyasianage.com/news/94174/uap-to-host-regional-final--of-icpc-from-friday

DhakaTribune

ACM-ICPC Asia regional contest to kick off November 10

The contest will be held at the UAP Dhaka campus from 3pm to 5pm on Saturday

The department of computer science and engineering at University of Asia Pacific (UAP) is set to organise the regional final round of International Collegiate Programming Contest (ICPC), titled “2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest.”

The contest will be held at the UAP Dhaka campus from 3pm to 5pm on Saturday, November 10.
ACM-ICPC is an annual multi-tier competitive programming competition among the universities across the world.
UAP Vice Chancellor and Asia Dhaka Regional Contest Director Prof Jamilur Reza Choudhury said a total of 150 teams will compete for the upcoming contest.
Two teams from Nepalese universities are going to take part in the contest this year.
A total of 1,456 team members from 85 universities were registered and took part in a preliminary online contest held on September 23 this year.
The 2018 World Finals will be held at Peeking University in China's Beijing from April 15-20 next year.
The inauguration ceremony will take place on November 10.

http://www.dhakatribune.com/bangladesh/education/2017/11/09/acm-icpc-asia-regional-contest-kick-off-november-10/

নয়া দিগন্ত

এসিএম-আইসিপিসি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক

এসিএম-আইসিপিসি (এসিএম আন্তর্জাতিক প্রোগামিং কনটেস্ট) বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগামিং প্রতিযোগিতা। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ ইউএপি সিটি ক্যাম্পাসে দি¦তীয় বারের মতো এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী ১০ ও ১১ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী এসিএম-আইসিপিসি, ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী বছরের ১৫-২০ এপ্রিল এসিএম-আইসিপি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০১৮ চীনের বেইজিংয়ের পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা রিজিওনালের প্রথম দুই-তিনটি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।
ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে রয়েছেন ইউএপির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (এসিএম-আইসিপিসি) উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১০ নভেম্বর শুক্রবার এবং পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১১ নভেম্বর শনিবার এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
জানা গেছে, এসিএম-আইসিপিসি প্রতিযোগিতাটি দু'টি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা এবং মূল প্রতিযোগিতা। মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণে সমাবেত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা গত ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক-নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনকৃত ১৪৫৬টি দল অংশগ্রহণ

করেছিল। এ বছর ১৪৯ জন মেয়ে দলে অংশগ্রহণ করেছে। গত বছর মেয়েদের নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ছিল ১২৯টি। আগামী ১১ নভেম্বর মূল প্রতিযোগিতায় মোট ১৫০টি দল অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। যার মধ্যে নেপালের বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি দল অংশগ্রহণ করবে।

http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/266805

The Daily Star

Skills deficit shrinks remittance potential

Prof Jamilur tells UAP programming contest

Staff Correspondent

Bangladeshi migrant workers are making a significant contribution to the country's economy but their individual output is very small because of skills deficit, educationist Prof Jamilur Reza Choudhury said yesterday.

"We are sending unskilled workers," he said, drawing a parallel with the country's ICT education sector which "faces a similar situation".

The vice chancellor of University of Asia Pacific (UAP) made the remarks while speaking at a programming contest titled, "2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest". UAP's Department of Computer Science and Engineering organised the competition on its campus in the capital.

Citing government statistics, University Grants Commission (UGC) Prof Abdul Mannan said, "Around six lakh foreign people work in Bangladesh…. Officially they earn 5 billion dollars (from this country)." On the other hand, one crore Bangladeshis work abroad, but they sent 14 billion dollars in 2016, he said, adding that this was happening due to the skill gap between foreign works and local workers.

Highlighting the importance of ICT education, Prof Mannan said people with knowledge in ICT were not unemployed in the country.

Prof Abdul Matin Patwari, former VC of Bangladesh University of Engineering and Technology (Buet), said, "Computer education must be introduced in primary level education."

He said the country needed an ICT-educated workforce who would help in exporting software and hardware and earn huge money from abroad.

http://www.thedailystar.net/city/computer-skills-youths-must-1489549

NEWAGE

Int'l programming contest regional finals begins in city

Staff correspondent | Published: 01:05, Nov 11,2017

University Grants Commission chairman Professor Abdul Mannan, University of Asia Pacific vice-chancellor Professor Jamilur Reza Choudhury and other officials inaugurate International Collegiate Programming Contest on the university campus in Dhaka on Friday. —New Age photo

The department of computer science and engineering of University of Asia Pacific has organised the two-day regional final round of International Collegiate Programming Contest, titled 2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest for the second time.

Information and Communication Technology Division secretary Subir Kishore Choudhury and University Grants Commission chairman Professor Abdul Mannan inaugurated the event on the University of Asia Pacific campus in the capital on Friday. During the inauguration, UAP vice-chancellor and Asia Dhaka Regional Contest director Professor Jamilur Reza Choudhury said, 'ACM-ICPC is an annual programming competition. A total of 150 teams of 85 universities from home and abroad are participating in this year's contest.'

The world final of the competition will be held at Peeking University of Beijing in China in April 15-20 in 2018.

http://www.newagebd.net/article/28124/int%E2%80%99l-programming-contest-regional-finals-begins-in-city-

কালের কণ্ঠ

ইউএপিতে শুরু হলো আন্তর্জাতিক প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এসিএম-আইসিপিসি (এসিএম আন্তর্জাতিক প্রগ্রামিং কনটেস্ট)। এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতা। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ফার্মগেটে ইউএপির নিজস্ব ক্যাম্পাসে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ইউএপির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ দ্বিতীয়বারের মতো এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এবারের প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন ইউএপির ভিসি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী।

প্রতিযোগিতাটি দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা ও মূল প্রতিযোগিতা। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হয় গত সেপ্টেম্বরে। সেখানে ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক হাজার ৪৬৫ জন অংশগ্রহণ করছে। আর মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১৫০টি। নির্বাচিত ১৪৬টি দল, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিকস (আইওআই) থেকে দুটি দল এবং বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেপালের দুটি দল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, বুয়েটের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ইমেরিটাস আব্দুল মতিন পাটোয়ারী, ইউএপির ভিসি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, বুয়েটের অধ্যাপক প্রফেসর মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, 'বাংলাদেশে এখন স্নাতকদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ বেকার। এর মধ্যে বিবিএ, এমবিএ করা বেকারের সংখ্যা আরো বেশি। তবে যারা টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের কেউ বেকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভাবতে হবে। তবে এই এসিএম-আইসিপিসির মতো প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বাড়ায়।'

http://www.ekalerkantho.com/home/page/2017-11-11/3

THE ASIAN AGE
your access to information

ACM-ICPC begins at UAP

D M Simanto

The ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) 2017 has been inaugurated at University of Asia Pacific (UAP) campus yesterday. The Computer Science and Engineering Department of UAP organized the contest for the second time titled 'ACM-ICPC Asian Dhaka Regional Contest'.

University Grants Commission (UGC) Chairman Prof Abdul Mannan was present at the inauguration as the chief guest while Secretary of Information and Communication Technology Division Subir Kishore Choudhury, Prof Abdul Matin Patwary, UAP VC Prof Jamilur Reza Choudhury and Chairman of UAP BoT Qayyum Reza Chowdhury were present as special guests.

Prof Abdul Mannan wishes the best to the participants and hoped the contest would inspire the youths. The closing and prize giving ceremony will be held today at the same venue. State Minister of ICT Division Zunaid Ahmed Palak is expected to attend the ceremony as the chief guest.
http://dailyasianage.com/news/94441/acm-icpc-begins-at-uap

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

ইউএপিতে এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এসিএম-আইসিপিসি (এসিএম আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং কনটেস্ট)। এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা।

গতকাল ইউএপির ক্যাম্পাসে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ইউএপির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ দ্বিতীয়বারের এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এবারের প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে আছেন ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। প্রতিযোগিতাটি দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে– প্রাকনির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা এবং মূল প্রতিযোগিতা। প্রাকনির্বাচনী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হয় গত সেপ্টেম্বর। সেখানে ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ হাজার ৪৬৫ জন অংশগ্রহণ করছে। আর মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১৫০। নির্বাচিত ১৪৬টি দল, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিক্স (আইওআই) থেকে ২টি দল, বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস ও ইনিস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেপালের ২টি দল।

http://epaper.dainikamadershomoy.com/?archiev=yes&arch_date=11-11-2017&page=02

মানবজমিন

ইউএপিতে এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার । ১১ নভেম্বর ২০১৭, শনিবার, ৮:৫৬

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) শুরু হয়েছে দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এসিএম-আইসিপিসি (এসিএম আন্তর্জাতিক প্রোগামিং কনটেস্ট)। এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগামিং প্রতিযোগিতা। গতকাল ইউএপি'র ক্যাম্পাসের এই প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করা হয়। ইউএপি'র কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ দ্বিতীয়বারের এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এবারের প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে আছেন ইউএপি'র ভিসি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। প্রতিযোগিতাটি দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা এবং মূল প্রতিযোগিতা। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হয় গত সেপ্টেম্বরে। সেখানে ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪৬৫জন অংশগ্রহণ করছে। আর মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা-১৫০টি। নির্বাচিত ১৪৬টি দল, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিক্স (আইওআই) থেকে ২টি দল এবং বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেপালের ২টি দল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আরও উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বুয়েটের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ইমেরিটাস আবদুল মতিন পাটোয়ারী, ইউএপি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী প্রমুখ। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাকবেন তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আগামী ১৫-২০শে এপ্রিল এসিএম-আইসিপি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০১৮ চীনের বেইজিং-এর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা রিজিওনাল-এর প্রথম ২/৩টি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে।

http://www.m.mzamin.com/article.php?mzamin=91427&news=%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-

দৈনিক DAINIK DESTINY
ডেসটিনি
পথ অনেক আমরা সত্যের পথে

২০১৭ এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা

ডেসটিনি অনলাইন:

এসিএম-আইসিপিসি (এসিএম আন্তর্জাতিক প্রোগামিং কনটেস্ট) বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগামিং প্রতিযোগিতা। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই) ইউএপি সিটি ক্যাম্পাসে দ্বিতীয় বারের মত ১০ ও ১১ নভেম্বর ২০১৭ দুই দিনব্যাপী এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

গত বছর ইউএপির সিএসই বিভাগ সফলতার সাথে ২০১৬ এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় এসিএম-আইসিপিসি এদশিয়া রিজিওনাল পরিচালক ড. সি জে ওয়াং, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, টেক্সাস স্টেইট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, প্রতিযোগিতাটির ব্যবস্থাপনা এই অঞ্চলের এ যাবৎ কালের অনুষ্ঠিত সবচেয়ে ভালো ও সুসংগঠিত এবং পরবর্তীতে ২০১৭ এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ইউএপি দ্বিতীয়বার আয়োজন করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

এবারের প্রতিযোগিতার সার্বিক তত্বাবধায়নে থাকবেন অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, উপাচার্য, ইউএপি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১০ই নভেম্বর শুক্রবার এবং পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১১ নভেম্বর শনিবার এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাস-এ অনুষ্ঠিত হবে।

এসিএম-আইসিপিসি প্রতিযোগিতাটি দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক-নির্বাচনী অনলাইন প্রতিযোগিতা এবং মূল প্রতিযোগিতা। এখানে উভয়ই প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচে দেওয়া হলো।

মূল প্রতিযোগিতা (অনসাইট কনটেস্ট)

* প্রতিযোগিতার তারিখ এবং সময়-নভেম্বর ১১, ২০১৭, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

* স্থান- ইউএপি

* অংশগ্রহনকারী দলের সংখ্যা- ১৫০টি (অনলাইন কনটেস্টের মাধ্যমে নির্বাচিত ১৪৬টি দল, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিক্স (আইওআই) থেকে ২টি দল এবং বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনিস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেপালের ২টি দল)

http://www.dainik-destiny.com/2017/11/10/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F/

বাংলা ট্রিবিউন

ইউএপিতে দুই দিনব্যাপী প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ২০:৩২, নভেম্বর ১০, ২০১৭ |সর্বশেষ আপডেট: ২০:৪০, নভেম্বর ১০, ২০১৭

রাজধানী ঢাকার গ্রিন রোডে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২ দিনব্যাপী এসিএম-আইসিপিসি (আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং কনটেস্ট) ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা। শুক্রবার (১০ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রোকৌশল বিভাগের আয়োজনে এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের (আইসিটি) সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, সাবেক ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক এমিরিটাস আব্দুল মতিন পাটোয়ারী এবং ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের কাইয়ুম রেজা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, ‘এসিএম-আইসিপিসি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দলভিত্তিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। এসব বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই দক্ষ প্রোগ্রামার খুঁজে বের করা সম্ভব, যারা আগামীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।’

প্রতিযোগিতার কো-অরডিনেটর অধ্যাপক ড. বিলকিস জামাল ফেরদৌসী বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, এ বছর প্রতিযোগিতায় ইউএপি থেকে মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করবে।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জুনাইদ আহমেদ পলক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বিসিসির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল কবির ও ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৫-২০ এপ্রিল এসিএম-আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০১৮ চীনের বেইজিং এর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

http://www.banglatribune.com/my-campus/news/261349/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১০ নভেম্বর

বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের আসরের (এসিএম-আইসিপিসি) এশিয়া আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১০ নভেম্বর। ঢাকার গ্রিনরোডে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আসর বসবে।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী গণমাধ্যমকর্মীদের এই প্রতিযোগিতার কথা জানিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের আয়োজনে এই আঞ্চলিক আসর বসবে।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, প্রতিবছর বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের প্রতিযোগিতার আসর বসে। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী এই আসরে অংশ নেওয়া শুরু করে। গত বছর বাংলাদেশেই প্রথম আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য-সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহী করে তোলা।

এসিএম-আইসিপিসি হচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি-ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট। অর্থাৎ, দলভিত্তিক বার্ষিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দলভিত্তিক এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় একটি দলে তিনজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার অংশ নেবেন। এবারের আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১৫০টি দল থাকছে। এর মধ্যে নেপালের বুটওয়াল ক্যাম্পাস এবং ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুইটি দল অংশ নেবেন।

এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটা থেকে রাত আট পর্যন্ত অনলাইনে বসে প্রাক-নির্বাচনী প্রতিযোগিতা। সেখানে সারা দেশের ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪৫৬টি দল অংশ নেয়। এর মধ্যে মেয়েদের দল ছিল ১৪৯ টি। প্রাক-নির্বাচনী পর্বে ১৫০টি দল নিয়ে ১০ নভেম্বর বসবে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা ২০১৮ সালে বেইজিংয়ের পিকিংয়ে মূল বড় আসরে অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ইউএপির ট্রেজারার এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, রেজিস্ট্রার সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক অলোক কুমার সাহা।

http://journalbd.com/17156

প্রথম আলো

অতিথিদের সঙ্গে এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা পর্ব ২০১৭-এর শীর্ষ তিন দলের সদস্যরা ● সংগৃহীত

এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া আঞ্চলিক ঢাকা পর্ব ২০১৭

ঢাকা পর্বের বিজয়ীদের কথা

এস এম নজিবুল্লাহ চৌধুরী ●

ঢাকায় হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-বিষয়ক প্রতিযোগিতা এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (আইসিপিসি) ২০১৭-এর ঢাকা পর্ব। রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) ১০ নভেম্বর শুরু হয় দুই দিনের এই আয়োজন। প্রথম দিন প্রতিযোগিতার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ১১ নভেম্বর সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। চলে টানা পাঁচ ঘণ্টা।

এই প্রতিযোগিতায় ১১টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে দশটি সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দল 'বুয়েট ড্রাক্যারিস'। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক দল 'নেভার মাইন্ড' প্রথম রানার্সআপ হয়েছে। দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) দল 'সাষ্ট_টিমএক্স'। সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার মঞ্জুর এই প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর পরিচালক ছিলেন।

ইউএপি আয়োজন করে এসিএম-আইসিপিসির ঢাকা পর্ব। এতে অংশ নেয় ১৫০টি দল। প্রতি দলে ছিলেন তিনজন করে প্রতিযোগী এবং একজন করে কোচ। ঢাকার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দুটি কিংবা তার বেশি দল আগামী বছরের এপ্রিল মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অংশ নিতে পারবে বলে আয়োজকেরা আশা করছেন।

প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারে না। তাই দ্বিতীয় হয়েও বুয়েটের নেভার মাইন্ড দল অংশ নিতে পারবে না এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে। তাই বুয়েট ড্রাক্যারিসের সঙ্গে সাষ্ট_টিমএক্স দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেওয়ার যে সুযোগ পাচ্ছে তা অনেকটাই নিশ্চিত। এই দুই দলের কথা থাকছে প্রতিবেদনে।

বুয়েট ড্রাক্যারিস
চ্যাম্পিয়ন

গত বছর এসিএম-আইসিপিসির ঢাকা পর্বে 'বুয়েট রায়ো' নামের যে দলটি চ্যাম্পিয়ন হয়, সে দলেরই সদস্য ছিলেন বুয়েট ড্রাক্যারিসের দুই সদস্য। তাঁরা হলেন তন্ময় মল্লিক ও নাজমুর রশীদ। বুয়েট রায়োর অপর সদস্য পাট চুকিয়েছে বলে নতুন দল গঠন করতে হয় তাঁদের। তবে নিজেদের ইচ্ছায় নয়। এসিএম-আইসিপিসির জন্য চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে বুয়েটের শিক্ষকেরা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এরপর শিক্ষকেরা ঠিক করে দেন, কোন দলে কারা কারা থাকবেন। তন্ময় মল্লিক ও নাজমুর রশীদের সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁদেরই বন্ধু মো. রিয়াজুল ইসলাম। এরা সবাই কম্পিউটার কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বুয়েটের অধ্যাপক মো. কায়কোবাদ এই দলের কোচ।

তন্ময় মল্লিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় কেমন লাগছে? খুশির চেয়ে বরং চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন বলে মনে হলো। বললেন, 'এসিএম-আইসিপিসির মূল পর্বে গতবার ভালো করতে পারিনি। এবার ভালো করতে চাই।' এবারই শেষবারের মতো অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতায়। কারণ, এই প্রতিযোগিতায় দুবারের বেশি অংশ নেওয়া যায় না।

প্রস্তুতি কেমন? 'নিয়মিত অনুশীলন করছি', তন্ময় মল্লিক বললেন। জানালেন, দল গঠনের পরই মূলত তাঁদের প্রস্তুতি শুরু হয়। তাঁদের মতো যাঁদের নিয়ে দল গঠন হলো, সবাইকে ঝালাই করে নিতে প্রতি সপ্তাহেই শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠরা নাকি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন।

সাষ্ট_টিমএক্স
তৃতীয় রানার্সআপ

গত ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। শাবিপ্রবির শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করছিলেন। উদ্দেশ্য, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন ভালো করতে পারে। এসব দলের মধ্যে সাষ্ট_টিমএক্স নামের এই দল একটি। এই দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয় শাবিপ্রবির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগের ছাত্র শাহরিয়ার মওদুদ আহমেদ খান, মো. কাজী নাইম ও মো. নাজিম উদ্দিনকে। মো. কাজী নাইম সম্প্রতি স্নাতক শেষ করেছেন। অপর দুই সদস্য চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। শাবিপ্রবির সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম এই দলের কোচ।

মওদুদ আহমেদ খান শাহরিয়ার জানান, দল গঠনের পর বিভিন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তাঁরা। শুরুর দিকে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। তবে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছেন তাঁরা। এর প্রমাণও পাওয়া গেল এই প্রতিযোগিতার ফলাফলে। তাঁদের দল নয়টি সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছে। মওদুদ বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে ভালো করার জন্য এখন প্রস্তুতি নেব।'

শীর্ষ দশ দল

১. বুয়েট ড্রাক্যারিস
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : তন্ময় মল্লিক, মো. রিয়াজুল ইসলাম ও নাজমুর রশীদ
কোচ : মো. কায়কোবাদ
সমাধান : ১০টি

২. নেভার মাইন্ড
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : আবদুল্লাহ আল মুনিম, রিপন রায় ও মাহাথির আহমেদ
কোচ : মো. সোহেল রহমান
সমাধান : ১০টি

৩. সাষ্ট_টিমএক্স
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : মওদুদ আহমেদ খান শাহরিয়ার, মো. কাজী নাইম ও মো. নাজিম উদ্দিন
কোচ : মো. সাইফুল ইসলাম
সমাধান : ৯টি

৪. ডিইউ_ড্রাকস্লেয়ার্স
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : শাহেদ শাহরিয়ার, সৌরভ সেন তন্ময় ও রেজওয়ান মাহমুদ
কোচ : মো. মফিজুল ইসলাম
সমাধান : ৯টি

৫. বুয়েট_ব্লাড হাউন্ড
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : তানভীর মুত্তাকিন, আশিকুল ইসলাম ও অর্ঘ্য পাল
কোচ : রিফাত শাহরিয়ার
সমাধান : ৮টি

৬. বুয়েট_উয়াইন্ডিংস
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : জাওয়াদ আবদুল্লাহ, রাফিদ বিন মোস্তফা ও মো. সোলাইমান
কোচ : সাইফুল ইসলাম
সমাধান : ৮টি

৭. বুয়েট নেফারিয়াস
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : সাদ মো. জুনায়েদ, রায়হান দেওয়ান ধ্রুব ও ফাহিম ফেরদৌস
কোচ : শরীফ আহমেদ
সমাধান : ৮টি

৮. এনএসইউ ভেন্ডেট্টা
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : তরঙ্গ খান, হাসিব আল মোহায়মেন ও লাবিব মো. রাশিদ
কোচ : মো. সাজ্জাদ হোসাইন
সমাধান : ৮টি

৯. ডিইউ_ডিওয়াইএস ফাংশনাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : মুনতাসীর ওয়াহেদ, নাহিয়ান আশরাফ ও শারমিন মাহজাবীন
কোচ : ইফফাত আনজুম
সমাধান : ৮টি

১০. ডিইউ ইনসেপশন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য : মো. শাহাদত হোসাইন, তানজীর ইসলাম ও মিসবাহ তানভীর
কোচ : তমাল অধিকারী
সমাধান : ৮টি

ঢাকা পর্বের পূর্ণ ফলাফল
https ://algo.codemarshal.org/contests/icpc-dhaka-17/standings

http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-13/14

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) দু'দিনব্যাপী এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ইউএপির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে বুয়েটের দল 'বুয়েট ড্রাক্যারিস' চ্যাম্পিয়ন হয়। দলটি ১১ সমস্যার মধ্যে ১০টির সমাধান করে। প্রথম রানার্সআপ হয় বুয়েটের আরেক দল 'নেভার মাইন্ড'। এ দলও ১০টার সমাধান করে। শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাষ্ট টিম এক্স' দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়। এ দলের সদস্যরা নয়টি সমস্যার সমাধান করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সভাপতিত্ব করেন ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিসির পরিচালক প্রকৌশলী এনামুল কবির এবং ইউএপির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2017-11-13/14, page−14

কালের কণ্ঠ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) দুই দিনব্যাপী 'এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা' গত শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

https://www.ekalerkantho.com/home/page/2017-11-13/8

দৈনিক DAINIK DESTINY
ডেসটিনি
পথ অনেক আমরা সত্যের পথে

ইউএপিতে এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ডেসটিনি অনলাইন:

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) দু'দিনব্যাপী এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএপির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যার প্রতিপাদ্য ছিলÑ'২০১৭এসিএম-আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা'।

প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দল 'বুয়েট ড্রাক্যারিস'। তাঁরা ১১টি সমস্যার মধ্যে ১০টির সমাধান করে। প্রথম রানারআপ হয় বুয়েটের আরেক দল 'নেভার মাইন্ড'। এই দলটিও ১০ টি সমস্যার সমাধান করেছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাস্ট টিম এক্স'' দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে। এই দলের সদস্যরা নয়টি সমস্যার সমাধান করছে।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই এখানে ভালো করা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে আমরা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেব। এসময় বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ভিসি (ইউএপি), বিশেষ অতিথি বিসিসি পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এনামুল কবির এবং ইউএপি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী। ২০১৮ সালে এপ্রিলে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে ওয়ার্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রথম ২-৩টি দল অংশগ্রহণ করবে।

http://www.dainik-destiny.com/2017/11/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%8F/

2-day ACM-ICPC Asia Dhaka regional contest concludes

DHAKA, Nov 12, 2017 (BSS) - A two-day "ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)-2017" was concluded at the city campus of University of Asia Pacific (UAP) on last night here.

UAP Computer Science and Engineering (CSE) Department organised the final round of the contest titled "2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest", said a press release here today.

In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged the champions trophy while BUET NeverMind, SUST_TeamX became first and second runners-up respectively.

State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak addressed the closing ceremony as the chief guest and distributed prizes among the winners.

UAP Vice-Chancellor (VC) and Asia Regional Contest Director, Dhaka Professor Dr Jamilur Reza Choudhury presided over the function that was addressed, among others, by Engineer Mohammad Enamul Kabir and UAP Board of Trustees Chairman Qayum Reza Chowdhury.

Two or three teams, secured top position in the contest, are likely to take part in the world finals to be held in Beijing hosted by Peking University from April 15 to 20 in 2018.

Earlier, University Grants Commission (UGC) Chairman Prof Abdul Mannan inaugurated the contest as the chief guest on November 10.

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=10&id=702337&date=2017-11-12

daily sun TRUE AND IMPARTIAL

ACM-ICPC Asia Dhaka regional contest ends

A two-day “ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)-2017” was concluded at the city campus of University of Asia Pacific (UAP) on Saturday night, reports BSS.

UAP Computer Science and Engineering (CSE) Department organised the final round of the contest titled “2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest”, said a press release here today.

In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged the champions trophy while BUET NeverMind, SUST_TeamX became first and second runners-up respectively.

http://www.daily-sun.com/printversion/details/268169/ACMICPC-AsiaDhaka-regionalcontest-ends

THE ASIAN AGE
your access to information

ACM-ICPC regional contest concludes

News Desk

A two-day 'ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)-2017' concluded on the city campus of University of Asia Pacific (UAP) recently. UAP Computer Science and Engineering (CSE) Department organized the final round of the contest titled '2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest', said a press release.

In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged the champions trophy while BUET NeverMind, SUST_TeamX became first and second runners-up respectively. State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak addressed the closing ceremony as the chief guest and distributed prizes among the winners.

UAP VC and Asia Regional Contest Director, Dhaka Prof Dr Jamilur Reza Choudhury presided over the function. It was addressed, among others, by Engineer Mohammad Enamul Kabir and UAP Board of Trustees Chairman Qayum Reza Chowdhury.

Two or three teams, securing top positions in the contest, are likely to take part in the world finals to be held in Beijing hosted by Peking University from April 15 to 20 in 2018. Earlier, UGC Chairman Prof Abdul Mannan inaugurated the contest on November 10.

http://dailyasianage.com/news/94742/acm-icpc-regional-contest-concludes

কালের কণ্ঠ

এসিএম-আইসিপিসি ২০১৭

ঢাকা পর্বে এরাই সেরা

বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে মর্যাদার কম্পিউটার প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতা ‘এসিএম-আইসিপিসি’। এর ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে অংশ নেয় ১৫০টি দল। সেরা তিন দলের সাফল্যের কথা জানাচ্ছেন তুসিন আহম্মেদ

পুরস্কার নিচ্ছে ১০টি সমস্যার সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন দল ‘বুয়েট ড্রাক্যারিস’। ছবি : সংগৃহীত

আগামী বছর এপ্রিলে চীনে বসবে এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত আসর। এই প্রতিযোগিতার জন্য বাংলাদেশ থেকে যোগ্য দল খুঁজে নিতে ঢাকায় ১০ ও ১১ নভেম্বর বসেছিল প্রতিযোগিতার ঢাকা অঞ্চল পর্ব। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও প্রথম রানার আপসহ সেরা ১০টি দলের পাঁচটিই নিজেদের দখলে নিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জনও কম নয়, তিনটি স্থানে জায়গা করে নিয়েছে তারা। প্রতিযোগিতায় ১০টি সমস্যার সব কটির সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন ও প্রথম রানার আপ হয়েছে বুয়েট শিক্ষার্থীদের দল ‘বুয়েট ড্রাক্যারিস’ ও ‘বুয়েট নেভারমাইন্ড’। ৯টি সমস্যা সমাধান করে তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছে যথাক্রমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সাস্টথটিমএক্স’ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিইউ ডার্কস্ল্যায়ার্স’।

বুয়েট ড্রাক্যারিস

বুয়েটের প্রগ্রামিং দলে সুযোগ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দলে সুযোগ পেতে হয়। তাই চর্চায় থাকতে হয় অনেক দিন ধরে। বুয়েট ড্রাক্যারিসের তিন সদস্যকেই দীর্ঘ সময় হাঁটতে হয়েছে এই পথে। যেমন—দলনেতা তন্ময় মল্লিক এখন বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হলেও প্রগ্রামিংয়ে মজেছিলেন কলেজে পড়ার সময়ই। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ইন ইনফরমেটিকসে (আইওআই) অংশ নেওয়ার জন্য নিয়মিত প্রগ্রামিং চর্চাও করতেন তখন। তবে এইচএসসি পরীক্ষার কারণে প্রগ্রামিং মাঝে কিছুদিন ছেদ পড়ে। অংশ নেওয়া হয়নি আর আইওআইতে। বুয়েটে ভর্তি হয়ে আবারও শুরু করেন। প্রথম বর্ষেই এশিয়া-প্যাসিফিক ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে জেতেন ব্রোঞ্জপদক। উৎসাহ পেয়ে বাড়িয়ে দেন চর্চা। এই দলের অন্য দুই সদস্য নাজমুর রশিদ নূর ও রিয়াজুল ইসলামের শুরুটা একটু পরে। এই দুজনও এখন চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। বুয়েটে ভর্তির পরপরই এসিএম-আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন প্রগ্রামিং চর্চা। কারণ বুয়েটে চাইলেই দল গড়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ মেলে না। দল নির্বাচনের জন্য আগে ব্যক্তিগত প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতা হয়। সেখান থেকে সেরা শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দল গঠন করা হয়। এ বিষয়ে শিক্ষকরাও সহযোগিতা করেন। আর তাই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বেশ কয়েক মাস ধরেই প্রগ্রামিং দক্ষতা বাড়াতে মনোযোগী হন তাঁরা। প্রতি সপ্তাহেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গে প্রগ্রামিংয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের এ উদ্যোগে পাশে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অগ্রজ শিক্ষার্থীরা। সব মিলে এসেছে সার্থকতা। সেরা হয়েছে তাঁদের দল। প্রতিযোগিতার সময় পাঁচ ঘণ্টা হলেও সি++ প্রগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই ১১টির মধ্যে ১০টি সমস্যার সমাধান করে দলটি। তন্ময় জানান, প্রগ্রামিংয়ের সঙ্গে একাডেমিক লেখাপড়ার খুব বেশি মিল নেই। একটিতে ভালো করতে হলে আরেকটিতে প্রভাব পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। তবে দুটিতেই ভালো থাকতে হলে যন্ত্রের মতোই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যুক্তি ও লজিকের প্রগ্রামিংয়েই বেশি আনন্দ খুঁজে পান তিনি।

নেভারমাইন্ড

প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলের মতোই সি++ প্রগ্রামিং ভাষার সাহায্যে একটু বেশি সময়ে ১১টির মধ্যে ১০টি সমাধান করে প্রথম রানার আপ হয়েছে বুয়েট নেভারমাইন্ড। দলের সদস্যরা হলেন কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের রিপন কুমার রায়, মাহাথির আহমেদ ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আব্দুল্লাহ আল মুনিম। আব্দুল্লাহ আল মুনিম জানান, প্রতিযোগিতার পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে থেকেই তাঁরা একসঙ্গে বসে বিভিন্ন প্রগ্রামিং সমস্যা সমাধান শুরু করেছিলেন। নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে অনলাইন ও অফলাইনে অনেক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন দলের সদস্যরা। তবে এত ভালো অবস্থান পেয়েও কিছুটা মন খারাপ তাঁদের। কারণ প্রতিযোগিতার নিয়মের ফেরে চূড়ান্ত পর্বে যাওয়া হচ্ছে না তাঁদের। নিয়মে আছে এক প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক দল অংশ নিতে পারবে না চূড়ান্ত পর্বে। তাই ভাগ্যে শিকা ছিঁড়েছে দ্বিতীয় রানার আপ দল টিমএক্সের।

সাস্ট-টিমএক্স

১১টি সমস্যার মধ্যে ৯টির সমাধান করে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটি। সদস্যরা হলেন নাজিম উদ্দিন, শাহরিয়ার মওদুদ আহমেদ খান ও কাজী নাইম। সবাই পড়ালেখা করছেন কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল নিয়ে। এসিএম-আইসিপিসি ২০১৭-র জন্য টিমএক্স এক বছর আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। ১২ মাসকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রস্তুতি চলে দলটির। প্রথম ছয় মাস সময় ব্যক্তিগত প্রগ্রামিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্র্যাকটিস কনটেস্ট, অ্যালগরিদম, ডাটা স্ট্রাকচার শিখতেন তাঁরা। পরের ছয় মাস দলগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করেন। দলটির প্রগ্রামিং কোচ ছিলেন বিভাগের শিক্ষক সাইফুল সাইফ। দল নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে দলের সদস্যদের বাছাই করা হয়েছিল।

দলের সদস্য কাজী নাইম জানান, প্রগ্রামিংয়ের জন্য পড়ালেখায় তেমন ক্ষতি হয় না। কারণ একাডেমিক কাজের পরও প্রচুর সময় পাওয়া যায়, প্রগ্রামিংয়ে ভালো করার জন্য এ সময়টা যথেষ্ট। নতুন যাঁরা ভবিষ্যতে এসিএম-আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চান, তাঁদের বেশি করে প্রগ্রামিং সমস্যা সমাধানের অনুশীলন করতে হবে।

একনজরে এই প্রতিযোগিতা

এসিএম-আইসিপিসি, পুরো নাম অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি-ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রগ্রামিং কনটেস্ট। প্রতিযোগিতার ঢাকা পর্বের আয়োজন করেছিল এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছে তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। ঢাকা পর্বের এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দুটি বা তার বেশি দল আগামী বছরের এপ্রিলে চীনে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অংশ নিতে পারবে। আয়োজক সূত্রের তথ্য মতে, প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারে না। আর এ কারণেই প্রথম রানার আপ হয়েও এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারবে না বুয়েটের নেভারমাইন্ড দলটি। তাই চ্যাম্পিয়ন ও দ্বিতীয় রানার আপ দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে।

http://www.kalerkantho.com/print-edition/techbishwa/2017/11/18/566826

সমকাল

প্রোগ্রামিংয়ে সেরা তিন

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা

২১ নভেম্বর ২০১৭

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা বাড়ছে 'এসিএম-আইসিপিসি' প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। সম্প্রতি দেশে অনুষ্ঠিত হলো এই প্রতিযোগিতার ঢাকা পর্ব। আঞ্চলিক এই পর্বটিতে অংশগ্রহণ করে ১৫০টি দল। দু'দিনব্যাপী এই আয়োজন নিয়ে লিখেছেন

তৌহিদুল ইসলাম তুষার

ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) অনুষ্ঠিত হলো অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি-ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (এসিএম-আইসিপিসি) আঞ্চলিক পর্ব। গত ১০ ও ১১ নভেম্বরের এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০টি দল। এর মধ্যে অনলাইন কনটেস্টের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় ১৪৬টি দল। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিক্স (আইওআই) থেকে আসে দুটি দল। এ ছাড়া বুটওয়াল মাল্টিপোল ক্যাম্পাস এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসে নেপালের দুটি দল। দু'দিনের এই আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, বুয়েট ও ইউএপির সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারী এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান কাইয়ুম রেজা চৌধুরী। এ ছাড়া সমাপনী দিনে সবার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় সেরা ১০টি দল। যাদের মধ্যে বিজয়ী দুটি বা তার বেশি দল আগামী বছরের এপ্রিলে চীনে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অংশ নিতে পারবে। ভিন্নধর্মী এই প্রতিযোগিতার ঢাকা পর্বের আয়োজন করেছিল ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ। পুরো আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। বিজয়ী দলগুলো চ্যাম্পিয়ন ও প্রথম রানার্সআপ হয়েছে বুয়েট দল 'বুয়েট ড্রাক্যারিস' ও 'বুয়েট নেভারমাইন্ড'। এ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থতে অবস্থান করছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাস্টথটিমএক্স' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিইউ ডার্কস্ল্যায়ার্স'। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারে না। তাই প্রথম রানার্সআপ হয়েও এসিএম-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিতে পারবে না বুয়েটের নেভারমাইন্ড দলটি। তাই আশা করা যাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন ও দ্বিতীয় রানার্সআপ দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে। ভাগ্য ভালো থাকলে এই তালিকায় আসতে পারে সাস্টের 'সাস্টথটিমএক্স' দলটি।

বুয়েট ড্রাক্যারিস

প্রতিযোগিতায় প্রথম দশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দখলে পাঁচটি স্থান। তবে তাদের মধ্যে সেরা 'বুয়েট ড্রাক্যারিস'। দলনেতা তন্ময় মল্লিকের সঠিক দিকনির্দেশনায় ১০টি সমস্যার সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। তবে সেরা হতে সবাইকে সমানভাবে কাজ করতে হয়েছে। এক একটি সমাধান সবাইকে চিন্তা করে সঠিকভাবে শেষ করতে হয়েছে। তন্ময় বলেন, দলের সদস্যদের একই রকম দক্ষ হতে হয়। তবে এই দক্ষতা এমনি এমনি আসেনি। কলেজে পড়া অবস্থাই তিনি প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতেন। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ইন ইনফরমেটিক্সে (আইওআই) এ অংশ নেন তিনি। তখন থেকেই শুরু তার প্রোগ্রামিং চর্চা। তিনি বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তবে প্রথম বর্ষেই এশিয়া-প্যাসিফিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন তন্ময়। তার দলের আরও দুই সদস্য নাজমুর রশিদ নূর ও রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ। তারাও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তবে তাদের প্রোগ্রামিং শেখা শুরু হয় প্রথম বর্ষ থেকেই। এসিএম-আইসিপিসিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা থেকেই শুরু হয় তাদের চর্চা। কারণ ইচ্ছা থাকলেই দল বানানো যায় না। সুযোগ পেতে হয় দলগুলোতে। তাই এক রকম পরীক্ষা দিয়েই দলে সুযোগ করে নিতে হয়। সবার দক্ষতার প্রমাণ হিসেবেই আমাদের এই অর্জন বলেন রিয়াজ। প্রতিযোগিতার সময় ছিল পাঁচ ঘণ্টা। সবাইকে পেছনে ফেলে সাড়ে চার ঘণ্টায় ১১টির মধ্যে ১০টি সমস্যার সমাধান করে দলটি।

নেভারমাইন্ড

প্রথম রানার্সআপ বুয়েটের আর একটি দল 'নেভারমাইন্ড'। দলের নামের মতোই মনকেও একইভাবে রাখতে হচ্ছে তাদের। কারণ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও মূল পর্বে অংশ নিতে পারবে না তারা। তবে খুব বেশি মন খারাপ করছে না তারা। কারণ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দল রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দলের মতই ১১টির মধ্যে ১০টি সমাধান করেছেন। তবে সময় কিছুটা বেশি লাগায় প্রথম রানার্সআপে স্থান পায় 'নেভারমাইন্ড'। এই দলটির সদস্যদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মুমিন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মাহাথির আহমেদ ও কুমার রায় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র। মুমিন বলেন, প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহ থেকেই এখানে অংশগ্রহণ। নিজেকে যোগ্য করে তুলতে সবসময় অধ্যবসায় করতেন। অফলাইন বা অনলাইনে যে কোনো প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা দেখলেই তাতে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবেই নিজেকে দক্ষ করে তুলেছেন। ভালো অবস্থানে

থাকা সত্ত্বেও মূল প্রতিযোগিতায় না যাওয়া প্রসঙ্গে কুমার রায় বলেন, আমরা সব কিছুই নিয়ম মেনেই করছি। এতে হতাশ হওয়া কিছু নেই। আমরা দ্বিতীয় অবস্থান অর্জন করতে পেরেছি এটাই অনেক বড় পাওয়া।

সাস্ট-টিমএক্স

ভাগ্য অনেকটাই সহায়ক হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দলটির প্রতি। দ্বিতীয় রানার্সআপ হলেও মূল প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাচ্ছেন নাজিম উদ্দিনের দলটি। তাদের দলের অন্য দুই সদস্য হলেন- শাহরিয়ার মওদুদ আহমেদ খান ও কাজী নাইম। ১১টি মধ্যে ৯টি সমস্যা সমাধান করে দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় 'সাস্ট-টিমএক্স'। সবাই কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী। মূলত এসিএম-আইসিপিসি ২০১৭-তে প্রতিযোগিতার জন্যই টিম গঠন করেন তারা। বছর ধরে নানা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ঝালাই করেন সদস্যরা। তা ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত দক্ষতা। সব মিলে দুর্দান্ত টিম 'সাস্ট-টিমএক্স। প্রস্তুতি সম্পর্কে নাইম বলেন, আমরা নিজেদের উপযুক্ত করতে কাজ করেছি। ব্যক্তিগত প্রোগ্রামিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সবাই সচেষ্ট ছিল। এই চেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে অ্যালগরিদম এবং ডাটা স্ট্রাকচারে নিজেদের দক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। এতে সহযোগিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির একই বিভাগের শিক্ষক সাইফুল সাইফ।

উল্লেখ্য, আগামী ১৫-২০ এপ্রিল এসিএম-আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ২০১৮ চীনের বেইজিংয়ে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এসিএম-আইসিপিসি ঢাকা রিজিওনালের প্রথম দুটি বা তিনটি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালে অংশগ্রহণ করতে পারে।

http://www.samakal.com/print/17113972/print